দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 25 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ২ ...

# শিক্ষায়তনে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠনে উদাসীনতা

## প্রতিপালিত হয়নি হাইকোর্টের নির্দেশ

■ রাবেয়া বেবী

এ বছর ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ থেকে জিপিএ-৫ (গোল্ডেন) পেয়েছে রোকাইয়া আফরোজ তোরা। তোরার ইচ্ছা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার যে ফলাফল বের হয়েছে তাতে তার জায়গা হলেও পছন্দনীয় বিষয় পায়নি। তোরাকে প্রশ্ন করা হয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর যৌন হয়রানির বিষয়ে তিনি কি জানেন? তোরা বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানির বিষয়টি প্রথম তার নজরে এসেছে ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থী ধর্ষণের ঘটনার মধ্য দিয়ে। তারপর থেকে এই বিষয়টি নজরে রাখছেন। ছোটবেলা থেকে তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন বলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সংবাদ প্রকাশ হলে গুরুত্ব দিয়ে পড়েন। তাই আরবী, নাট্যতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীর যৌন হয়রানির শিকার হওয়ার সংবাদ তার চোখ এড়ায়নি। আর তাই তিনি এ সকল বিষয় পড়তে আগ্রহী নন।

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ থেকে শুরু করে শিক্ষক কর্তৃক প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী ধর্ষণের ঘটনা ঘটার মতো বাস্তবতা বিরাজ করছে দেশে। ২০১৪ সালে জাতিসংঘের নারী বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ইউএন-উইমেনের করা এক জরিপে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ৭৬ শতাংশ শিক্ষার্থীই কোন না কোনভাবে যৌন হয়রানির শিকার হন। এমন বাস্তবতার মধ্যে আজ দেশব্যাপী পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস এবং আজ থেকেই শুরু হল নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ'১৫। এ বছর আন্তর্জাতিকভাবে দিবসটির স্লোগান করা হয়েছে 'ওরেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড' আর দেশে এর প্রতিপাদ্য 'নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হও'।

> আজ আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস

বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৫ বছরে ২০ শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয় যৌন হয়রাণির প্রতিরোধ কমিটিতে থাকা অধ্যাপক মাহফুজা খানম বলেন, ঘটনা কার্যতই অনেক বেশি। সব ঘটনা প্রকাশ পায় না। তবে যৌন হয়রানির অভিযোগ তদন্তে গঠিত হওয়া কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন আলোর মুখ দেখে না বলে জানায় শিক্ষার্থীরা।

উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক তানিয়া হক বলেন, কমিটির কথা অনেক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী জানে না। জানালে আরও ভাল কাজ হতো। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ আসলে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিষয়টি দেখে। বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্রদেশ থেকে আলাদা নয়, তাই ঢিলেঢালাভাবেই চলে এই সকল অভিযোগের তদন্ত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীর যৌন হয়রানির ঘটনায় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার জন্য বিচার প্রক্রিয়া একটু দীর্ঘ হয়। যেন কেউ আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে আসতে না পারে। অভিযুক্ত শিক্ষকদের বাধ্যতামূলক ছুটি প্রদান ও বহিষ্কার করা হয় বলেও তিনি জানান।

২০০৯ সালের ১৪ মে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কমিটি করার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। এখনো সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কমিটি গঠন করা হয়নি। কোন কোন শিক্ষায়তনে ঐ কমিটি গঠন করা হলেও সেটি অনেকটা নিষ্ক্রিয় বলে অভিযোগ আছে।

এদিকে হাইকোর্টের নির্দেশের ৫ বছর পর ২০১৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কমিটি গঠন করা হয়। ৫ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির সদস্যরা জানান, শিক্ষক-ছাত্র এমনকি পিয়ন ও বেয়ারাদের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ আসে। শিক্ষাঙ্গনে যৌন হয়রানি রোধে প্রশংসনীয় কাজ করছে রাজশাহী ও সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবি)।

শাবি যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কমিটির সভাপতি ইয়াসমীন হক এ প্রসঙ্গে আমাদের সিলেট প্রতিনিধিকে বলেন, ৫ বছর যাবৎ এই কমিটি খুব অ্যাক্টিভ। তাদের কাছে অনেক অভিযোগ এসেছে। একটি সিরিয়াস অভিযোগের প্রতিকার করতে পারলাম না গত দেড় বছরে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সেই ফাইলটি এতদিনেও খুলে দেখেননি। ড. ইয়াসমীন জানান, অথচ নিয়ম রয়েছে এটি তিনি ৩০ দিনের মধ্যে খুলে দেখবেন। সভাপতি বলেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে সহযোগিতা পাচ্ছি না।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি বলেছেন, যৌন হয়রানির কারণে অসংখ্য সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। নারী তার কাঙ্ক্ষিত সাফল্যে পৌঁছতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই সামগ্রিকভাবে দেশের ক্ষতি হয়। আবার একই কারণে আত্মহত্যা অথবা হত্যা, অ্যাসিড নিক্ষেপ, সংসার ভেঙে যাওয়া, নারী ও শিশুর মানসিক এবং শারীরিক ক্ষতি হয়। তাই সরকার যৌন হয়রানি প্রতিরোধে আইন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আইনটির খসড়া প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে তিনি জানান। শীঘ্রই তা সংসদে পাস করার ব্যবস্থা করা হবে। প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, শীঘ্রই হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি গঠনের জন্য জেলা প্রশাসকদের কাছে মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি দেয়া হবে।